আলমডাঙ্গায় স্মরণকালের নৌকা প্রতীকের বিশাল নির্বাচনী জনসভা

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আওয়ামীলীগের মনোনীত নৌকার প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুনের এক বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্টিত হয়েছে। আজ বিকেলে আলমডাঙ্গা ফুটবল মাঠে এ নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌকার প্রার্থী জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম টোটন জোয়ার্দ্দার, জেলা জাসদের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী, সাবেক জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আব্দুর রশিদ মোল্লা, প্রশান্ত অধিকারী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের আইন উপ-কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট হামিদুল ইসলাম হামিদ, কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম পানু, হারদি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম নুরু, জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আমি মনে করে ছিলাম ছোটখাটো একটা জনসভা হবে। কিন্তু এতো মানুষ আমি রাস্তা দিয়ে আসতে পারি নাই। রাস্তায় শুধু মানুষ আর মানুষ। মুন্সিগঞ্জ ঘুরে বন্ডবিল হয়ে এসেছি। এখন রাস্তায় মানুষ আর মানুষ। আলমডাঙ্গাবাসী আজ প্রমাণ করেছে বঙ্গবন্ধুর সৈনিকরা এখন মরে নাই। যে কোন অশুভ শক্তির মোকাবেলা করার ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর সৈনিকের রাখে।

আজকে কত লোক নমিনেশনের আগে বলেছিল নমিনেশন যে পাবে, তার ভোট করবে। ওরা হচ্ছে পাকা চিটার।

তিনি বলেন, আজকে কে কি করলো আমাদের ভাবার দরকার নেই। বঙ্গবন্ধুর সৈনিক হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ যুবলীগ,ছাত্রলীগসহ যত সহযোগি সংগঠন আছে,সকল নেতাকর্মিদের বলবো,আজকে আলমডাঙ্গার এই মাঠে আম জনতা একত্রিত হয়েছে। কয়দিন আগে এখানে একটা সভা করে ভাব নিচ্ছিল এর উপর আর বড় সভা হয় না। মিয়ারা ভোটের পরে টের পাবা। আজকে মানুষের ভেতরে যে স্বতস্ফুর্ততা বিরাজ করছে, এটা দেখেও কি বোঝো না? আজকে আমি শুধু বলবো,বাংলাদেশে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নেই। শেখ হাসিনা শেখ হাসিনাই।

এই মাঠটি দখল হয়ে গিয়েছিল। সেই মাঠ ভেঙ্গেচুরে গোডাউন সরিয়ে স্টেডিয়াম নির্মাণ হচ্ছে। কে করেছে? এটা শেখ হাসিনা করেছে। শেখ হাসিনার নেয়ামত এটা। প্রত্যেকটা গ্রামীণ সড়ক, ইউনিয়ন থেকে ইউনিয়ন কোনটাই কাঁচা নেই। প্রত্যেক ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিনা পয়সায় মানুষ স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে, মা বোনেরা এখানে উপস্থিত আছেন,আপনারা জানেন শেখ হাসিনা ৫১ রকম ভাতা দিচ্ছে।শেখ হাসিনা না থাকলে কে দেবে? কেউ দেবে না। ভাতা বন্ধ করে দেবে।

কমিউনিটি ক্লিনিক ৯৬ সালে শেখ হাসিনা করেছিল। বিএনপি ক্ষমতায় এসে তা বন্ধ করে দেয়। এই হলো বিএনপির আসল রুপ। ওরা আগুন ধরায়, রেল পোড়ায়,বাস পোড়ায়,গাড়ি পোড়ায়। বিএনপি হলো আগুন সন্ত্রাসী। ওইসব আগুন সন্ত্রাসীদের থেকে আপনাদের সাবধান থাকতে হবে। ওরা দেশের মঙ্গল চাই না।
সুতরাং আপনারা, মা-বোনেরা সকাল সকাল ভোট কেন্দ্র গিয়ে নৌকায় ভোট দিবেন। আমি আবারও শেখ হাসিনার সালাম পৌঁছে দিয়ে নৌকায় ভোট চেয়ে গেলাম।

নির্বাচনি জনসভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টারে সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মজিবর রহমান, কাজী খালেদুর রহমান অরুন, ঠান্টু রহমান, লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু তাহের, জেলা মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি সাহাবুল হক, কুমারী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টু, হারদি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু, খাদেমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও চেয়ারম্যান মোজাহিদুর

রহমান লোটাস জোয়ার্দ্দার, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দার, বাড়াদি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মকবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম লাল্টু, ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান সোহান, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক সোনাহার মন্ডল, যুগ্নআহবায়ক তাফসির আহম্মেদ মল্লিক লাল, জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের আহবায়ক ও চেয়ারম্যান মকলেছুর রহমান সিলন, সদস্য মনিরুজ্জামান হিটু, পৌর যুবলীগের আহবায়ক আশাদুল হক ডিটু, যুগ্নআহবায়ক জাহিদুল ইসলাম, যুবলীগ নেতা পাপন, শাহিন রেজা, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, তমাল, বাদশা, রাকিব আহম্মেদ রকি, আব্দুল্লাহ আল সাকিব।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজ্জাক খানের নির্বাচনী জনসভা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে নির্বাচনী সমাবেশে করেছেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপকমিটির সদস্য মিনিস্টার মাইওয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপি।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে আলমডাঙ্গার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সীগঞ্জ একাডেমী ফুটবল মাঠে হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে সমাবেশে এ সময় গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ও সাধারণ ভোটারদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ছিলো, ফ্রিজ মার্কার মুহু মুহু স্লোগানে জয়জয়কার হয়ে যায়। শেষ নির্বাচনী প্রচারণায় পরিচালনা জনসভায় বক্তারা ফ্রিজ মার্কার প্রতি জনতার এই

স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি দেখে উল্লোসিত হন।

তারা সমগ্র উপস্থিতিকে সালাম শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানান, এবং সকলের প্রতি ফ্রিজ মার্কায় ভোট দেওয়ার আহবান জানান। আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপি এ সময় তিনি হাজার হাজার জনতার উদ্দেশ্যে বলেন এবারের নির্বাচন স্বাধীনতা রক্ষার নির্বাচন এবারের নির্বাচন শেখ হাসিনাকে জয় করার নির্বাচন, তিনি আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গার সামগ্রিক উন্নয়নে একজন যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা আপনাদের নৈতিক অধিকার। সেই কারনে আপনারা অবশ্যই একটি যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে মনোনিবেশ করবেন এবং ৭ জানুয়ারী রবিবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে উংসব মুখর পরিবেশে আপনার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন সেই ক্ষেত্রে ফ্রিজ প্রতীকে ভোট দিতে ভুল করবেন না। আপনাদের প্রতি বিনয়ের সাথে বলছি আমি আপনাদের সাথে ছিলাম আছি এবং থাকবো, সেবার মহিমা নিয়ে আগামী দিনে পথ চলবো, আপনাদের দাবি এবং অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আরো বলতে চাই আমি এই এলাকার সন্তান হিসেবে আগামীর রাজনীতিতে পরিবর্তন চাই এবং জনকল্যাণ মূলক কাজের সাথে থাকতে চাই আমাকে দোয়া করবেন এবং ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিবেন।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের প্রার্থী ধর্ম প্ররায়ণ ন্যায় পরায়ণ সৎ এবং সাদা মনের মানুষ আপনারা অবশ্যই এই প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। আপনারা নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যাবেন ও ফ্রিজ মার্কায় নির্ভয়ে ভোট দিবেন।

এ সময় রাজ্জাক খানের সহধমিণী দিলরুবা তনু বলেন, রাজ্জাক খান আপনাদের গর্বিত সন্তান তিনি আপনাদের দীর্ঘ দীন সেবা করে যাচ্ছেন পাশাপাশি এই এলাকার সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন, তিনি আগামীতে আরো সেবা করার জন্য আপনাদের পাশে এসেছেন এবং আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ফ্রিজ মার্কায় ভোট করছেন। যে কারনে আপনারা অবশ্যই এম.এ রাজ্জাক খান রাজের পক্ষে রায় দিবেন এবং তার বিজয়কে সুনিশ্চিত করবেন।

বিশেষ অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিটের সাবেক

কমান্ডার আবু হোসেন বলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ১হাজার ৩শত মুক্তিযোদ্ধা আছে যারা আজকে স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ রাজ্জাক খান রাজকে সমর্থন করছে এবং তাকে জয়যুক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছেন, সুতরাং আসুন সকলেই আমার ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিয়ে স্বত্রর প্রার্থী আলহাজ্ব রাজ্জাক খান রাজকে জয়যুক্ত করি।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা তাদের বক্তব্য বলেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসুন আমারা এক মঞ্চে আছি এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে সৎ প্রার্থী ফ্রিজ মার্কার পক্ষে জণজোয়ার তুলি, ৭ তারিখে সারাদিন ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিন নির্ভয়ে।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্জাক খানের পুত্র আল-আকসা তানজিম খান চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সৈয়দ ফরিদ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজ, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা যুবলীগের সদস্য শরিফ হোসেন দুদু, বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জানিফ, ছাত্রলীগ নেতা জাকির হোসেন জ্যাকি, স্বেচ্ছাসেবক লীগের চুয়াডাঙ্গা সদর শাখার সভাপতি জুয়েল রানা, সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর মাফিজুর রহমান মাফি, ছাত্রলীগ নেতা সজল আহমেদ, মুফতি আব্দুল্লাহ, আবুল কালাম, নুরুল ইসলাম, মোস্তফা খান, রবজেল আলী, ফয়ছাল, বাদশা, টুটুল, উজ্জল বিশ্বাস, মিলন, ফারুখ, সোহেল, সাজ্জাত, শুকুর আলী, জীবন আহমেদ শামীম, ফয়সাল বিশ্বাস অন্তর, আরিফ, রাব্বী,জিহাদ, শেখ গোলাম মস্তফা শওকত, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ইন্সট্রাক্টর

মনিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে প্রশিক্ষাণার্থীদের কাছ থেকে পাশ করিয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রশিক্ষণার্থীদের ফেল করানোর ভীতি দেখিয়ে জনপ্রতি ২ হাজার ৫ শ টাকা করে নিয়েছেন তিনি।

ঘটনাটি একটি স্থানীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর জানাজানি হয়। এর আগে সোমবার রাতে ওই সংবাদকর্মীর অফিসে গিয়ে সংবাদ বন্ধের জন্য ঘুষ দিতে চাইলে সংবাদকর্মী না নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করলে মঙ্গলবার তাকে হুমকি দেন মনিরুজ্জামান। সংবাদ প্রকাশের পর মনিরুজ্জামান কূল কিনারা না পেয়ে অল্প কয়েকজন অকৃতকার্য প্রশিক্ষণার্থীকে ফুসলিয়ে ঝটিকা মানববন্ধন করেছেন। তবে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বলছেন, ইতোপূর্বেও তার বিরুদ্ধে একই অভিযোগ ছিল। বিষয়টিতে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান প্রথমে টাকা নেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করলেও পরে বিষয়টিই অস্বীকার করছেন।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডে নিয়মিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (ঝঊওচ) এর আওতায় চুয়াডাঙ্গা টিটিসিতে অন্যান্য প্রশিক্ষণের সাথে মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স প্রশিক্ষণও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে সেইপ প্রকল্পের আওতায় এই প্রশিক্ষণের বেশ কয়েকটি ব্যাচ প্রশিক্ষণ শেষ করেছে। সেইপ প্রকল্পের চুক্তিভিত্তিক ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর হিসেবে চুয়াডাঙ্গা টিটিসির সামনেই ভিমরুল্লাহ গ্রামের মো. মনিরুজ্জামান ড্রাইভিংয়ের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন।

তবে অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে চুয়াডাঙ্গা টিটিসিতে তিনি নিজস্ব একটি বলয় তৈরি করেছেন। নিয়ম—কানুনের তোয়াক্কা না করে ইচ্ছামতো আসা—যাওয়া করেন। তার ভাই তরিকুল ইসলাম লাবলু এই ট্রেডের সহকারী প্রশিক্ষক। দুই ভাই মিলে অনেকটাই ইচ্ছামতো নিয়মের বাইরে গিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তবে প্রশিক্ষণ প্রদানে যেমন ফাঁকি দেন, তার থেকে বেশি নির্ধারিত

ড্রাইভিং পরীক্ষার সময়ে তাদের আচরণ বদলায়। প্রশিক্ষণার্থীদের ফেল করানোর নানা রকম হুমকি—ধমকি দিয়ে প্রতি ব্যাচেই তারা নেন মোটা অংকের টাকা। জনপ্রতি আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা বা তার বেশিও নেওয়ার অভিযোগ আছে।

চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম এর আওতায় চুয়াডাঙ্গা টিটিসিতে সকাল—বিকেল মিলে মোট চারটি ব্যাচের ৯০ জন প্রশিক্ষণার্থীর পরীক্ষা ছিলো মঙ্গলবার। চুয়াডাঙ্গা বিআরটিএ—এর মাধ্যমে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তবে পরিক্ষায় অংশ নেওয়া টিটিসির ৮৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৫৯জনই পরিক্ষাতে ফেল করেছেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের অভিযোগ, প্রশিক্ষণের বাকি সব ক্লাস ঠিকঠাক হলেও ব্যবহারিক ক্লাসে প্রশিক্ষকরা সময় দেন খুবই কম। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময় থেকেই তারা প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা নিয়ে নানা ভীতি দেখান। টাকা না দিলে কেউ পাশ করে না, যে টাকা দেবে না, তার দায়িত্ব তার নিজের। এই ধরনের নানা কথায় চাপে রাখেন প্রশিক্ষণার্থীদের।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক প্রশিক্ষণার্থী বলেন, ‘শুরু থেকেই মনির স্যার ও তরিকুল স্যার আমাদের কাছে টাকা দাবি করে আসছেন। টাকা না দিলে ফেল করব, তারা আমাদের দায়িত্ব নিবে না, এমনটাই বলা হয়ে থাকে। মনির স্যার তো কখনো কখনো বলে থাকেন, যে টাকা দিবা না, সে পাশও করবা না। প্রশিক্ষণ নিয়ে লাভ নেই। বাড়ি যাও।’

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক প্রশিক্ষণার্থী বলেন, ‘আমার বাড়ি জীবননগর উপজেলায়। আমার আব্বু একজন প্রতিবন্ধী। খুব কষ্টে আমাদের সংসার চলে। যাতায়াত ভাতা দেওয়ায় আমি সেইপ প্রকল্পের এই প্রশিক্ষণে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু দূর থেকে আসা যাওয়ার নানা সমস্যা থাকায় আমি যাতায়াত ভাতার কথা ভেবে চুয়াডাঙ্গায় ম্যাসে উঠেছি। তবে ড্রাইভিং প্রশিক্ষক মনির স্যারের আচরণে আমি খুব টেনশনে ছিলাম। প্রথম থেকেই তিনি পাশ করার জন্য টাকা দাবি করেছিলেন। আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা জানিয়ে আমি স্যারকে অনুরোধ করেছিলাম, আমার টাকাটা যেন না নেওয়া হয়। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তোমার কোর্স করতে হবে না। তুমি পাশ করবা না। তোমার দায়িত্ব আমার না। শেষ পর্যন্ত আমি অনেক কষ্টে আড়াই হাজার টাকা দিতে বাধ্য হয়েছি।’

এদিকে, টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান ও তার ভাই একই ট্রেডের সহকারী প্রশিক্ষক তরিকুল ইসলাম লাবলুর বিরুদ্ধে এর আগের প্রতিটি ব্যাচের প্রশিক্ষাণার্থীদের থেকেও মোটা টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যারা দেয়নি, তাদের পাশ করানো হয়নি বলেও জানিয়েছেন পূর্বের ব্যাচের একাধিক প্রশিক্ষণার্থী। এ বিষয়ে স্থানীয় একটি পত্রিকা সংবাদ প্রকাশ করার পর প্রশিক্ষণার্থীদের টাকা ফেরত দিয়েছেন টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান।

অপরদিকে স্থানীয় একটি পত্রিকা অফিসে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেন টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান। ওই পত্রিকা অফিসের সিসিটিভি ফুটেজে মনিরুজ্জামানের দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থেকে ঘুষ দেওয়ার ভিডিও দেখা যাচ্ছে। তবে ওই সংবাদকর্মী দীর্ঘক্ষণ তাকে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করলেও তিনি ওই অফিসেই দাড়িয়ে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ওই সংবাদকর্মী হাত জোড় টাকা না নিয়ে টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামানকে ফেরত পাঠান। ভিডিও ফুটেজে বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান প্রথমে অভিযোগ অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে অভিযোগ অনেকটাই স্বীকার করে বলেন, ‘প্রশিক্ষণার্থীদের ড্রাইভিংয়ে পাশ করানোর জন্য নিঃস্বার্থ কিছু টাকা নিলেও আমি তা ফেরত দিয়ে দেব।’

অপরদিকে, ঘুষ দিতে ব্যার্থ হয়ে টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান অকৃতকার্য কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীকে সাথে নিয়ে নিজে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ছোট্ট একটি মানববন্ধন করার চেষ্টা করেন। ওই মানববন্ধনে টিটিসির ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর মো. মনিরুজ্জামান টিটিসির অধ্যক্ষের কথায় এসছেন বলে জানালেও টিটিসির অধ্যক্ষ মানববন্ধনের বিষয়টি সম্পূর্ণ জানেন না বলে জানিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মো. মুছাব্বেরুজ্জামান বলেন, আমি মানববন্ধনের বিষয়ে কিছু জানিনা। যদি আমার নাম কেউ করে থাকে, তাহলে সেটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। টিটিসির অধ্যক্ষ আরও বলেন,‘মনিরুজ্জামান সাহেবের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ আমি আগেও পেয়েছি। এবার বিস্তারিত জানার পর বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখব। প্রয়োজনে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আমার ক্যাম্পাসে সেনাবাহিনী ক্যাম্প করায় ১৩ তারিখ পর্য’ন্ত বন্ধ। তবে

অফিস খুললেই এ বিষয়ে আমি ব্যবস্থা নেবো।

তিনি আরও জানান, ‘গত তিন দিন আগে সেইপ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এটি এই চুক্তির সর্বশেষ ব্যাচ। মো. মনিরুজ্জামান ও তার ভাই দুজনেই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত। তাদের চুক্তির মেয়াদও এই ব্যাচের মাধ্যমে শেষ হচ্ছে। তবে বিষয়টি নিয়ে আমি আইনগত পদক্ষেপ নেব। এটি আমার প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে।’ মঙ্গলবারের পরিক্ষায় কতজন পাশ করেছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, ৮৫জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ২৬ জন পাশ করেছে।

তবে সাবেক ও বর্তমান প্রশিক্ষণার্থীদের দাবি, বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখে এই দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার। তারা এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দামুড়হুদায় স্বতন্ত্র প্রার্থী নূর হাকিমের পথসভা

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী নূর হাকিমের নির্বাচনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর হাই স্কুল মাঠে এই পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী নূর হাকিমের ঈগল মার্কার জুড়ানপুর ইউনিয়ন নির্বাচনী কমিটির প্রধান উপদেষ্টা সাদ্দাম হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের ঈগল প্রতিকের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী জাতীয় দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক এবং বাংলাদেশ সংসদপত্র পরিষদের মহাসচিব নূর হাকিম। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার মানুষ এ জনসভায় অংশ নিয়ে গণ জমায়েতের সৃষ্টি করে।

জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ড. জাহাঙ্গীর আলম এসময় তিনি বলেন আপনারা আর কত অবহেলিত থাকবেন? ঘুরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জনগণের।

আগামী ৭ জানুয়ারি আপনারা আপনাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করুন, ন্যায় ইনসাফ, শান্তি, শিক্ষা ও আধুনিক জেলা গঠনে ঈগল মার্কায় ভোট দিন। আমাদের প্রার্থী একজন সং নির্ভীক ও ধর্ম পরায়ন ব্যক্তি, সুতরাং আগামী ৭ জানুয়ারি ঈগল মার্কায় ভোট দিয়ে যোগ্য প্রার্থী নূর হাকিম কে জয়যুক্ত করুন।

প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী নূর হাকিম বলেন, আজকের জনসমাবেশ দেখে আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আমি ও আমার পরিবার মুগ্ধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরেরও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের দৃশ্যমান কোনো উন্নয়ন হয়নি। এই জনপদের অবহেলিত মানুষ শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের রাষ্ট্রীয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দলীয় প্রার্থীর পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ভোট করার নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে এলাকার জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতারা জনগণের ভোটে জাতীয় সংসদে আসতে পারেন ও জনগণের সেবা করতে পারেন।

তিনি আরও বলেন, ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্মার্ট রাষ্ট্র তৈরি করার এ প্রত্যয় আজ ও আগামীর প্রজন্মের জন্য এই প্রত্যয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলাকে স্মার্ট ও আধুনিক জেলায় রূপান্তর করতে হলে প্রয়োজন বিশ্বমানের একটি হাসপাতাল। এলাকার কৃষি ও কৃষকের ভাগ্যর পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন কৃষির আধুনিকীকরণ ও একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করন। পাশাপাশি বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন সময় উপযোগী শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলা। যা আমি আমার নির্বাচনের ইশতেহারে রেখেছি। আমি আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমত ও আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনাদের সমর্থন ও ভোটে জয়যুক্ত হয়ে এই এলাকার অধিকার বঞ্চিত মানুষের পাশে থাকবো এবং সেবার মহিমায় সকলকে নিয়ে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী জেলায় রূপান্তর করবো। এই কারণে শেষ বারের মতো আপনাদের দোয়া ও সমর্থন চাচ্ছি এবং আমার প্রতীক ঈগল মার্কায় ভোট প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।

এসব বিভিন্ন ইউনিয়ন ওয়ার্ড ও গ্রাম থেকে আসা আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্র লীগের নেতাকর্মী ও ঈগল প্রতীকের কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন জাতীয় পার্টির দুই প্রার্থী

চুয়াডাঙ্গার দুটি আসনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষনা দিয়েছেন জাতীয় পার্টির দুই প্রার্থী। গতকাল বুধবার দুপুরে জেলা আইনজীবী সমিতি কাযালয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষনা দেন তারা।

এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের মনোনীত প্রার্থী অ্যাড. সোহরাব হোসেন ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের প্রার্থী অ্যাড. রবিউল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনের নির্বাচন বর্জনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

দলীয় সিদ্ধান্তহীনতাকে দায়ী করে প্রার্থীরা বলেন, দলের চেয়ারমান ও মহাসচিব নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে একের পর এক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন এবং প্রার্থীদের সাথে বৈরীতা অসহযোগীতা ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখার কারণে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

তারা আরও বলেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের কাছ থেকে তারা ইচ্ছামত সুবিধা জাতীয় পাার্টির প্রার্থীদেরকে ভোটারদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন ও নিন্দিত করছে। একইসাথে অর্থনৈতিক দুরাবস্থার ও কেন্দ্র নেতাদের অসহযোগিতার কারণে বাধ্য হয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালাম।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জাপা প্রার্থী অ্যাড. সোহরাব হোসেন বলেন, জাতীয় পার্টির ভোটারদের কোন বিধি নিষেধ নেই। তারা পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন। জাপার প্রার্থীদের ভোট বর্জনের ঘটনা নির্বাচনে কোন প্রভাব পড়বে না।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের উদ্যোগে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসি ক্যামেরা স্থাপন

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের উদ্যোগ শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সমূহে ও ভবনে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা (সিসি ক্যামেরা) স্থাপন পূর্বক বারোটার সময় আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার বলেন, ‘চুয়াডাঙ্গাবাসী আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, চুয়াডাঙ্গা জেলা সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার জন্য জেলা পুলিশের উদ্যোগে সিসি ক্যামেরা স্থাপন প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে এবং যুক্ত হয়েছে রেল ও বাস স্টেশন,রেল লাইন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা হাইওয়ে রোড। শহরের চুরি ডাকাতি নিয়ন্ত্রণসহ জনগণের জানমালের নিরাপত্তায় সিসি ক্যামেরাগুলো ২৪/৭ প্রহরী হিসেবে কাজ করবে। জেলা শহরের সরকারি স্থাপনাসমূহ ও কেপিআই গুলোর নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে সিসি ক্যামেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পুলিশ সুপার আরও বলেন ২০১৬ সালে ১২টি সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সিসি ক্যামেরা দ্বারা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে হাতে খড়ি শুরু হয়। কিন্তু নানাবিধ প্রতিকূলতার কারণে ২০১৮ সালে এগুলো অকেজো হয়ে যায়। আবার ২০২৪ সালের শুরুতে জেলা পুলিশের উদ্যোগে সমস্ত চুয়াডাঙ্গা জেলাকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার কার্যক্রম শুরু হয়, তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৫০(পঞ্চাশ) টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করে ডিজিটাল নজরদারি শুরু হলো।

পুলিশ সুপারের পরিকল্পনা ও নির্দেশনা মোতাবেক শহরের পুলিশ অফিস মেইনগেট, সিভিল সার্জন বাংলো, জেলা জজ সাহেবের বাংলো, হাসান চত্বর, নিউ মার্কেটের সামনে, পৌরসভার মোড়, টাউন ফুটবল মাঠ এলাকা, একাডেমি মোড় ও আশপাশে এলাকা, রেলগেট রেলবাজার, রেলস্টেশন, মাছ বাজার আড়ৎ এলাকা, টিএ্যান্ডটি মোড়, সরকারি কলেজ মোড়, হসপিটাল রোড, ইমারজেন্সি রোড, প্রেসক্লাব মোড়, ডিসি অফিসের সামনে, জীবন নগর বাসস্ট্যান্ড, কেদারগঞ্জ বাজার এলাকার

গুরুত্বপূর্ণ সড়সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সর্বমোট ৫০(পঞ্চাশ)টি হাই রেজুলেশন সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। সিসি ক্যামেরা গুলি পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে সর্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে।

উক্ত আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ( অর্থ ও প্রশাসন) মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার( ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ-পিপিএম-সেবা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ( সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার( দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, ডিআইও-১ ডিএসবি আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান, চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকেন্দার আলী, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি সরদার আলামিন সহ সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, জেলা পুলিশের সকল পদমর্যাদার অফিসার ফোর্স বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ঢেঁকি মার্কার নিবার্চনী ইশতেহার ঘোষনা

আগামী ৭ জানুয়ারী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের স্বতন্ত্র পদপ্রার্থী ঢেঁকি মার্কার প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা শাহারিয়ার মাহমুদ লন্টুর নিবার্চনী ইশতেহার ঘোষনা করলেন সংবাদ সম্মেলনে।

গতকাল বুধবার সকাল ১১ টার দিকে চুযাডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকার দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত ঢেঁকি মার্কার প্রধান অফিসে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্টিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বলেন নেতা কর্মিদের উপস্হিতিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী মির্জা শাহারিয়ার মাহামুদ লন্টু বলেন আমাকে নির্বাচনি এলাকায় স্বাধীনভাবে প্রচার প্রচারণায় ব্যাপক বাধা

সৃষ্টি করা হচ্ছে,আমার নেতা কর্মিদেরকে হাত পা ভেঙে দেয়ার হুমকি এবং ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার হুমকি ধামকি দেয়া হচ্ছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন।

আগামী ৭ই জানুয়ারি-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে, ৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের স্বতন্ত্র পদপ্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা শাহারিয়ার মাহমুদ লন্টুর নিবার্চনী প্রতিশ্রুতি’তে তিনি বলেন, তিনি চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য পদে নির্বাচিত হলে এলাকার জনগনের কল্যাণে এলাকায় স্থায়ীভাবে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার করণীয় সমূহ অগ্রাধীকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে।

উন্নয়নের সকল সম্ভাবনা পর্যালোচনা করে নির্বাচনী এলাকার জনগনের মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হবে।

কর্মমুখী শিক্ষা বিস্তার এবং কর্মসংস্থানের উপর যথাযথ কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। দুর্নীতি ও মাদক নির্মূলে সর্বোচ্চ গুরত্বারোপ করে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিল, বাওড়, খাল, হাট-বাজার জবরদখল করে সরকারি রাজস্ব আয় ফাঁকি দিয়ে লুটপাটের যে মহাউৎসব চলছে তা বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে দূর করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে করণীয় কাজগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদন করা হবে।

এলাকায় চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরো সুসংগঠিত করার জন্য দামুড়হুদা, দর্শনা, জীবননগরসহ সম্ভাব্য স্থানে আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন করা হবে।

নারীর ক্ষমতায়নে সুনিদিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে কৃষক ভাইদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নিশ্চিত করা হবে। কৃষি বাণিজ্যিক করণ করার কার্যক্রম তরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহন করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জীবননগর, দামুড়হুদা, দর্শনা, তিতুদহ, বেগমপুর, গড়াইটুপি ও নেহালপুর বাংলাদেশের নিবিড় কৃষি অঞ্চল হিসেবে পরিচিত এই বিষয়টি বিবেচনায় এনে কৃষি শিক্ষার উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে। এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে রাস্তা-ঘাটের সংস্কার ও নির্মানকে

অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় বিদ্যমান সমস্যা দুর করে আরো সুসংগঠিত করা হবে।
যুব সমাজের আইটি দক্ষতা বৃদ্ধি করে ঘরে বসে রোজগারের ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে সুনিদিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। খেলাধুলা সহ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার করা হবে। যুবকদের মাদক থেকে দূরে রাখতে ওয়ার্ড ভিত্তিক খেলার মাঠ তৈরী করা হবে। দর্শনা এবং জীবননগরের পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর প্রতিষ্টার কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হবে।

ঐতিহ্যবাহী কেরু এন্ড কোম্পানির সম্পদ ব্যবহারে দুর্নীতি ও অনিয়ম দূর করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চোরাচালান বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনগনের মধ্যে সমন্বয় করে জেলার সার্বিক উন্নয়নে সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সহয়তা করার জন্য ঢেঁকি মার্কা প্রতীকে আপনার মূল্যবান রায় চেয়ে সকলের কাছে ঢেঁকি মার্কায় ভোট চাইলেন।

এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু, জীবননগর উপজেলা আ লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক কৃষিবিদ হামিদুর রহমান, ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক কামাল উদ্দিন আহম্মেদ সান্টুসহ মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ৩ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যাবসায়ী দোস মোহাম্মদকে (৪৫)গ্রেফতার করেছে। তিনি পার কৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছোট বোনদিয়া গ্রামের মৃত সাবদার মন্ডলের ছেলে।

জানাগেছে গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, দর্শনা থানার এসআই(নিঃ) মোঃ সুজন আলী সঙ্গীয় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অফিসার ও ফোর্সসহ মাদকবিরোধী অভিযান চালায়

আপেল উদ্দীন এর আবাদী জমির সামনে সড়াবাড়ীয়া হতে ছোটবলদিয়া গামী পাকা রাস্তার উপর। এ সময় পুলিশ সন্দেহ ভাজন একজনকে গ্রেফতার করে।পরে তার সাথে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে ভারতীয় ৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।যার আনুমানিক বাজার মৃল্য ৯০ হাজার টাকা।গতকালই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গায় গনসংযোগ ও উঠান বৈঠকে রাজ্জাক খান

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপি গণসংযোগ পথসভা মতবিনিময় সভা উঠান বৈঠক অব্যহত রয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে আলমডাঙ্গার খাদিমপুরে ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড ২নং ওয়ার্ড গণসংযোগ ও পথসভা উঠান বৈঠক মতবিনিময় সভা করেন।

এ সময় উঠান বৈঠক গণজোয়ার সৃষ্টি হয় ফ্রিজ প্রতীকের প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান বলেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের জনগনের ভাগ্যোর পরিবর্তন ও জেলাকে বেকারত্ব মুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত অশিক্ষার অন্ধকারমুক্ত জেলা গড়তে ফ্রিজ প্রতীকে ভোট দিন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে সুষ্ঠ ও সুন্দর পরিবেশে তাই আপনারা সবাই ভোটকেন্দ্রে যাবেন এবং ভোট দিবেন নির্ভয়ে।

পরে আলমডাঙ্গার বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ শেষে বিকেলে আলমডাঙ্গা নির্বাচনী অফিসে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা

জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু, এ সময় তিনি বলেন চুয়াডাঙ্গার একমাত্র যোগ্য প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সততা, নিষ্ঠা, ধর্মভিরু বিনয়ী স্বভাবের মানুষ তাকে ভোট দিলে চুয়াডাঙ্গাবাসী কেউ আর অবহেলিত থাকবে না, তাই ৭ তারিখে ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিয়ে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ত্বারান্নিত করুন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপি দেশপ্রেমিক ভোটারদের উদ্দেশ্য বলেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সুখে দুঃখে সাথী হয়ে আমি আপনাদের সাথে আগামী দিনের রাজনৈতি করতে চাই যে রাজনীতি হবে দুঃখী ও মেহনতি মানুষের জন্য অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ও শিক্ষার সমতা ভিত্তিক ন্যায্যতা আদায়ের অধিকার। আমি চেষ্টা করবো অধিকারহীন এই জনপদের মানুষের কল্যাণ কর ভূমিকা রাখার জন্য আল্লাহর রহমতে ও আপনাদের দোয়া আর্শিবাদে আমার এই সং ইচ্ছা পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ। পরে মুন্সীগঞ্জ, রংপুর,হারদী ,চিংলারুইথনপুরসহ চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গার বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ ও পথসভা উঠান বৈঠক মতবিনিময় সভা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু, চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সৈয়দ ফরিদ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাফিজুর রহমান মাফি, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জানিফ, আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা পরিষদ সদস্য মজনুর রহমান জান্টু, বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, নুরুল ইসলাম, শামিম আহমেদ, টিটু আহমেদ, শাকিল আহমেদ, কামরুজ্জামান, অন্তর, আরিফ, দেলোয়ার, হাসিবুল, সহিদুল ও সাইদুরসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার আইলহাস ইউনিয়নে দিলীপ কুমার আগরওয়ালার ঈগল মার্কার পথসভা

আমার উপর বিশ্বাস আর আস্থা রাখেন চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গায় উন্নয়নের জোয়ার বয়ে দেবো। আমাকে এমপি হিসেবে নির্বাচিত করুন, আমি আপনাদের বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখব। আপনাদের সাথে নিয়ে উন্নয়নের কাজ করে, সেই বিশ্বাসের প্রমান দেব। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের ঈগল মার্কার প্রার্থী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিভিন্ন অঞ্চলে গণসংযোগ, পথসভা ও নির্বাচনী অফিসে নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

আজ মঙ্গলবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাস ইউনিয়নের বলেশ্বরপুর, বুড়োপাড়া, বাগুন্দি, আইলহাস, শিশিরদাড়ি, পাইকপাড়া, ঘোলদাড়ী ও হোসেনপুর গ্রামে গণসংযোগ ও পথসভা করেন।

গণসংযোগকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা আরো বলেন, আমি আপনাদের এলাকার সন্তান। তাই আপনাদের মাঝে এসেছি। ভবিষ্যতে আপনাদের সাথেই থাকব। এটাই আমার অঙ্গিকার। এই অঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন করতে চাই। তার জন্য আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করছি।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নবান্ধব সরকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎসহ সব ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। ডিজিটালের পাশাপাশি উন্নত দেশ গড়তে হলে আমাদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশে যেতে হবে। একটি আধুনিক ও উন্নত দেশ গড়তে হলে জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের বিকল্প নেই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এড. আব্দুল মালেক, সাবেক যুব ও ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক এড. শফিকুল ইসলাম শফি, শরিফ চৌধুরী, কমল কুমার বিশ্বাস, বজলুল রহমান প্রমুখ।